সমকাল

তারিখ ... 09 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ২৫ কলাম ... ৬

নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ

রুয়েটে ছাত্রকল্যাণ পরিচালকের কার্যালয় ভাংচুর

■ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগকে কেন্দ্র করে ছাত্রকল্যাণ পরিচালকের কার্যালয় ভাঙচুর ও ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় সময় এ ঘটনা ঘটে। দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীরা তাদের স্থায়ী নিয়োগ না দিয়ে টাকার বিনিময়ে প্রশাসনের বাইরের লোকদের নিয়োগ দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবারের সিন্ডিকেট সভায় ডাটা প্রসেসর পদে বিজ্ঞাপিত চারটি পদের বিপরীতে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেকশন অফিসার পদে একটি পদের বিপরীতে তিনজনের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়। এ ছাড়াও টেকনিশিয়ান পদে দুটি পদের বিপরীতে দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় 'কর্মচারী সমিতি' ও 'মাস্টাররোল কর্মচারী সমিতি' এ নিয়োগ বাতিল করে করে দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীদের মধ্যে থেকে স্থায়ী নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান। এ দাবিতে শনিবার সকাল ৯টা থেকেই প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান গ্রহণ করেন বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা। এ সময় প্রশাসন ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. মর্তুজা আলী ও রেজিস্ট্রার আশরাফুল আলমসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা না এলেও সাড়ে ১০টার দিকে অফিসে আসেন ছাত্রকল্যাণ পরিচালক কামরুজ্জামান রিপন। বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা এ সময় তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি আধাঘণ্টা পর আলোচনায় বসার আহ্বান জানান।

একপর্যায়ে আলোচনা না করেই তিনি কার্যালয় থেকে বের হয়ে প্রশাসন ভবনের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা তাকে ধাওয়া দেন। তিনি দৌড়ে দ্রুত ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। নিয়োগবঞ্চিত কর্মচারীরা এ সময় তার অফিসের জানালার কাচ ও নেমপ্লেট ভাংচুর করে।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মর্তুজা আলী, রেজিস্ট্রার আশরাফুল আলম ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালক কামরুজ্জামান রিপনের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।